পৃথিবী রক্ষার উপায়

প্রেক্ষাপটঃ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

উসামা বিন লাদেন (রহ)

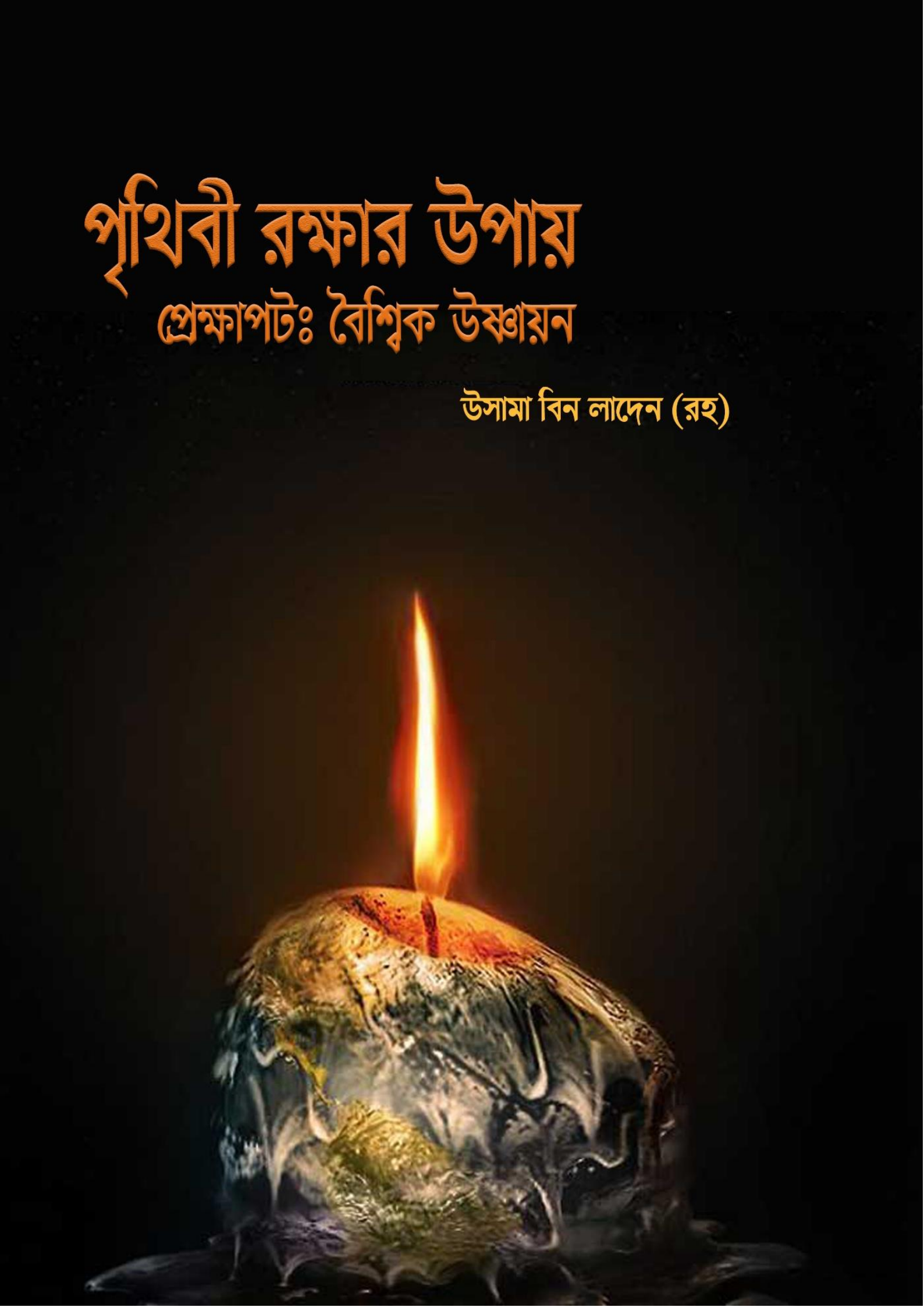

পৃথিবী রক্ষার উপায়

প্রেক্ষাপটঃ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

উসামা বিন লাদেন

(আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন)

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁরই ইবাদাত করার জন্যে এবং আদেশ করেছেন কল্যাণের দিকে ধাবিত হতে ও অমঙ্গলকে পরিত্যাগ করতে, নিষেধ করেছেন জমিন ও সাগরের বুকে অশান্তি সৃষ্টি করতে।

যারা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছায় জলবায়ু পরিবর্তন ঘটিয়ে চলছে তাদের ব্যাপারে এবং আমাদের কি করণীয় সে বিষয়ে সমগ্র বিশ্বের কাছে এই বার্তা। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি মনগড়া ও আন্দাজনির্ভর কোন ঘটনা নয়, বরং এটা এমন একটা অপ্রিয় সত্য যে কিছু সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানের লোভাতুর প্রধানদের আস্ফালনের কারণে এর কুপ্রভাব দূরীভূত হতেই চাইছে না। বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব পৃথিবীর প্রতিটি মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। একদিকে যেমন খরা, মরুকরণ এবং বালুময় ভূমি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে অনভিপ্রেত বন্যা ও প্রলয়ংকরী ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রতি বছরই এমনভাবে ঘটে চলেছে অতীতে যেমনটা হতো প্রায় প্রতি দশকে কেবল একবার। এছাড়াও বহু দ্বীপ সাগরের বুকে নীভৃতে ও ধীরগতিতে হারিয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনাগুলো ক্রমেই বেগবান হচ্ছে এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে আগামী চার দশকে প্রায় দশ কোটি লোক এর কারণে মাথা গোঁজার ঠাই হারাবে।

এই সমস্যার এমন কোন আংশিক সমাধান আমি দিতে চাচ্ছি না যা শুধুমাত্র বিশ উষ্ণায়নের কুপ্রভাবকে স্বল্পমাত্রায় স্তিমিত করবে। বরং আমি এমন বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাইছি যা এই সমস্যার মূলে পৌঁছে এর সমাধান করবে। দুনিয়ার সামনে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থদের সুবিশাল পরিসংখ্যান আজকে স্পষ্ট; তাদের কেউ কেউ তো ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ হারিয়েছে আর বাকিরা ডুবে মরেছে।

যে বছর নাসার সিনিয়র বিশেষজ্ঞ জেমস ই হ্যানসেন বিশ্ব উষ্ণায়নের ভয়াবহতার কথা নিশ্চিত করেন, ঠিক সে বছরই শুধুমাত্র বাংলাদেশেই বন্যায় ১,৪০,০০০ মানুষ প্রাণ হারায় এবং ২৪,০০,০০০ লোক ভিটেমাটি হারিয়ে ফেলে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থদের কাফেলা থামেনি। তাই এর পেছনে যারা দায়ী তাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদের সাথে বোঝাপড়া করার একটা পথ বের করতে হবে। সকল শিল্পোন্নত দেশগুলো, বিশেষ করে প্রধান প্রধান দেশগুলো এই বিশ্ব উষ্ণায়নের পেছনে দায়ী। যদিও তাদের অধিকাংশই একে অপরকে আহ্বান জানিয়ে কিওটো প্রোটোকোলের মাধ্যমে একমত হয়েছে যে তারা ক্ষতিকারক গ্যাসগুলোর নির্গমন কমিয়ে আনবে। কিন্তু বৃহৎ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে সন্তুষ্ট করার জন্যে বুশ জুনিয়র এবং তার দেখাদেখি আমেরিকান কংগ্রেস এই চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই বিশ্বের জলবায়ুর উপর আঘাত হানার জন্যে এরাই প্রকৃত দোষী। আর মানবতার বিরুদ্ধে এটাই তাদের প্রথম অপরাধ নয়। বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দার পেছনেও এরাই দায়ী। বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা এবং একচেটিয়া বাণিজ্যিকীকরণ মাধ্যমে অর্থনীতিকে কুক্ষিগত করার পেছনেও এরাই দায়ী। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের মূল্যবৃদ্ধির জন্যে এরাই আসল দোষী। তথাকথিত বিশ্বায়ন এবং এর ফলশ্রুতিতে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি লোককে বেকারত্বের মুখে ঠেলে দেয়ার পেছনেও এরা দায়ী। আর যখন এই দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা নিজেদের ফাঁদের নিজেরাই আটকে যায় তখন দেশগুলোর রাষ্ট্রপতিবৃন্দ নিজ দেশের জনগণের কাছে সাহায্য চেয়ে হাত

পাতে। এভাবে তারা জনগণের অর্থ অন্যায়ভাবে পরপর দুইবার হাতিয়ে নেয়; প্রথমবার একচেটিয়া বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ধোঁকার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়বার সরকারী ছলচাতুরি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে।

বহু বয়োজ্যেষ্ঠ পুঁজিবাদি ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এরা হীন মানসিকতার এবং অত্যন্ত কঠোর হৃদয়ের লোক। তাই তারা তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের দ্বারা মানবতার উপর আনীত দুর্দশার বিষয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। সংলাপ, সভা বা প্রতিবাদ এদের উপর মোটেও কার্যকরী নয়।

১৯৮৮ সালে হ্যানসেন আমেরিকানদেরকে বিশ্ব উষ্ণায়নের ভয়াবহতার বিষয়ে সতর্ক করে কিন্তু তারা তার কথায় কান দেয় নি। গত শতাব্দীর শেষের দিকে কিওটো সম্মেলন সংঘটিত হয়, তারা এতেও কান দেয় নি। আর প্রতিবাদী আন্দোলনের কথা যদি বলা হয়, বড় বা ছোট কোন মিছিলই তাদের লোভাতুর ও স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতার টনক নড়াতে পারে নি। ২০০৩ সালে ইরাকে হামলার সময় সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মহাদেশজুড়ে লোকজনের কণ্ঠে একই বাক্য ধ্বনিত হয় - "কালো তেলের জন্যে লাল রক্তের বন্যা বন্ধ করো"। কিন্তু এর ফল দাঁড়ায় যে অপরাধীদের নেতারা জনতার প্রতি বিদ্রুপের হাসি হেসে ইরাকের নীরিহ জনমানুষের উপর বন্য আক্রমণ করতে তাদের সেনাদেরকে লেলিয়ে দেয়। এসব নিচু লোকদের চোখে ইরাকের লোকদের অপরাধ ছিল একটাই; তাদের ভূমিতে তেলের উপস্থিতি ছিল। তাই এরা এক কোটিরও বেশি ইরাকীর উপর হত্যাযজ্ঞ চালায়, তাদের আহত করে, শিশুদের এতিম করে ও মহিলাদের বিধবা করে। আর এখনো তারা গণহত্যা চালাচ্ছে। আবু-গারিব আর গুয়ান্তানামোতে তাদের কৃত ঘৃণ্য অপরাধের কথা তো অব্যক্তই থেকে যায়। সমগ্র মানবতার বিবেক সেসব জঘন্য কর্মকান্ডের আহত হয়। আর আজকে এতগুলো বছর কেটে যাবার পরও এসমস্ত জায়গায় উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক কোন পরিবর্তন আসে নি। সর্বোপরি, এতকিছুর পরেও তাদের নতুন দোসরকে [বারাক ওবামা] শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার দেয়া হয় এবং সে স্বীয় ধূর্ততা ও মানবতার চরম অপমানের স্বাক্ষরস্বরূপ সেটি গ্রহণ করে।

এসব কিছু দেখার পরে সত্য একদম পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠে এবার সেটা যতই তিক্ত হউক না কেন। আর তা হল - বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানদের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব প্রতারিত ও অপহৃত হয়েছে এবং তারা এই দুনিয়াকে অশান্তির অতল গহ্বরে নিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে আজকে যেসব নীতিমালা প্রণীত হচ্ছে তার পেছনে অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ জনগনের স্বার্থকে মাথায় রেখে কাজ করছেন না, বরং এসব নীতিমালার উদ্দেশ্যই হচ্ছে তেল-চোর এবং যুদ্ধবাজ পুঁজিবাদী মানুষখেকো জন্তুদের স্বার্থসিদ্ধি।

নোয়াম চমস্কি ঠিকই বলেছিলেন যখন তিনি আমেরিকার নীতিগুলোকে মাফিয়াদের নীতির সাথে মিলিয়ে দেখিয়েছিলেন। তারাই আসল সন্ত্রাসী তাদেরকে থামানোর জন্যে এবং তাদের এসব জংলী কর্মকান্ডের ইতি টেনে দেবার জন্যে ত্বরিত এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া দরকার। আমি আপনাদের কাছে কিছু সমাধান পেশ করছিঃ

প্রথমতঃ

জলবায়ুর এরূপ দুর্দশাগ্রস্থ হবার পেছনে অন্তর এবং কর্মের কুকীর্তি জড়িত। এই দুই ধরনের দূর্যোগের মাঝে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। আমরা জানি যে লোকেদের অন্তরের কালিমা ও তাদের অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তাআলা সুনামির মাধ্যমে তাদের শাস্তি দিয়েছেন; তন্মধ্যে ফেরাউন ও তার লোকজনও ছিল। আল্লাহ বলেনঃ "স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে" [সূরা আর-রুম, ৪১]। তাই সেই প্রকৃত সুখী যে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক সমস্ত ইবাদাতকে তাঁর শেষ প্রত্যাদেশ অনুযায়ী শুধু সেই আল্লাহর প্রতিই রুজু করে যার কোন শরিক নেই।

দ্বিতীয়তঃ

আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে মিতব্যয়ী হব এবং সকল ধরণের বিলাসিতা ও অপব্যয় পরিত্যাগ করবো। বিশেষ করে খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, বাসস্থান ও জ্বালানি শক্তি ব্যবহারে।

তৃতীয়তঃ

কারখানাগুলো থেকে গ্যাস নির্গমন তখনই বন্ধ হয় যখন কারখানার কাজ থেমে যায়। তাই এগুলোকে থামানো খুবই সোজা এবং তা আপনার হাতেই রয়েছে। আমেরিকার অর্থনীতির চাকা একটা বাইসাইকেলের চাকার সাথে যুক্ত চেনের মত। যদি এটি তার শেকল থেকে একটা কব্জা হারায় তবে তা থেমে যায়। আর আমেরিকার অর্থনীতির শেকলে কব্জা হল কাচামাল, মূলধন এবং ভোক্তা। আমরা এই শেকলে বহুবিধ প্রভাব ফেলতে পারি। কিন্তু শেষের কব্জাটি হল সবচেয়ে দূর্বল এবং এর উপর আমাদের প্রভাব ব্যাপক। যদি বিশ্বজুড়ে লোকজন আমেরিকান পণ্য বর্জন করা শুরু করে তবে এই শেষ কব্জাটি দূর্বল হয়ে পড়বে এবং ফলশ্রুতিতে ক্ষতিকারক গ্যাস নির্গমন কমিয়ে আনবে।

চতুর্থতঃ

যারা প্রধান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো চালায় তাদের জন্যে এবং তাদের রাজনৈতিক দালালদের জন্যে জবাবদিহিতা ও শাস্তির বিধান থাকতে হবে যাতে তারা মানবতার বিরুদ্ধে তাদের এই ভয়াবহ আগ্রাসন চালানো থেকে নিবৃত্ত হয়। আমেরিকার জনগনের জন্যে এটা খুবই সহজ, বিশেষত তাদের জন্যে যারা হারিকেইন ক্যাটরিনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং যারা অর্থনৈতিক মন্দার কারণে চাকরি হারিয়েছে। এই অপরাধীরা জনতার মাঝেই বাস

করে প্রধানত ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক ও টেক্সাসে। ডেনমার্ক সম্মেলনে তারা তাদের একরোখা ও বল্গাহীন মনোভাব প্রকাশ করে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তারা জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধানকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। তাছাড়াও পূর্বের দূর্যোগগুলোর ব্যাপারে তারা দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য করতে সম্মত হয়নি। আসল কথা হল তারা আরো বেশি ধনসম্পদ কুক্ষিগত করার মোহে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনকেই সমর্থন দিচ্ছে; এবার তাতে আমাদের সন্তানদের জীবন গেলেও তাদের আপত্তি নেই।

পঞ্চমতঃ

আমাদেরকে ব্যবসাক্ষেত্রে মুদ্রা হিসেবে ডলারকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব একে পুরোপুরি বাদ দিতে হবে। আমি জানি যে এর ফলাফল অত্যন্ত ব্যাপক হবে এর প্রেক্ষিতে বহু আপত্তির ঝড় বয়ে যাবে কিন্তু মানবতাকে মুক্তিদান এবং আমেরিকা ও তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর দাসত্ব থেকে স্বাধীন করার জন্যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে যা বলা হবে; আমেরিকার দাস হিসেবে বেঁচে থাকার প্রতিবাদে তদাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত আপত্তি তোলা যাবে। প্রথমে ব্যক্তি পর্যায়ে ডলার ও ডলার-নির্ভর মুদ্রা বর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। যেসব দেশে ডলারের ব্যাপক মজুদ রয়েছে বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর এই ধাক্কা সামলে ওঠার মত যথেষ্ট সামর্থ্য রয়েছে। ইউরো চালু হবার পর ডলারের মান ৮০% নেমে গেছে, এটা গোপন কোন বিষয় না। একইভাবে অন্যান্য মুদ্রার প্রেক্ষিতেও ডলারের জন্যে একই কথা খাটে। তাছাড়াও ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর স্বর্নের মূল্য ডলারের বিপরীতে ৪০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহর রহমতে ডলারের পতন শুরু হয়েছে। আমার হিসাব অনুযায়ী ইউরোর বিপরীতে ডলারের মূল্য ১০০% এরও অনেক বেশি নিচে নেমে যাবে। যারা সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের সাথে পরিচিত তাদের কাছে এটা কোন অজানা বিষয় নয় যে আমেরিকার তারকা ঝরে পড়তে চলেছে, এর অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ছে এবং ডলারের জাহাজ ডুবতে বসেছে। আর সুখী সেই হয় যে অন্যের ভুল থেকে শিক্ষা নেয়।

পরিশেষে বলা যায়, দুনিয়ার কাছে এখন এমন একটা দুর্লভ সুযোগ রয়েছে যাতে সে আমেরিকার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নতুন ইতিহাস গড়তে পারে। আল্লাহর রহমতে ইরাকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এবং আফগানিস্তানে পরাজয় আস্বাদন করে আমেরিকা এখন ভয়াবহ দূর্যোগের সম্মুখীন। বীর মুজাহিদরা তাদের উপর মারাত্মক নৈতিক ও বস্তুগত আঘাত হেনে চলেছে। তারা পালাতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না। নিজেদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের দিকে তারা দুঃখ ও হতাশা ভরা চোখে তাকিয়ে দেখছে যে কিভাবে পূর্ব থেকে পশ্চিমের দেশগুলোর অবস্থা উন্নত হচ্ছে ও সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে আর কিভাবে তার নিজের পতন ঘটছে। মুজাহিদদের সাথে যুদ্ধে জড়ানো এবং আগ্রাসী-সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারার কারণেই তাদের এই দুর্দশা। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যেই।

তাই পৃথিবীর সকল অধিবাসীর প্রতি আমি বলছিঃ যে ক্ষতিকারক বিষয়টি সমগ্র দুনিয়ার জন্যে অমঙ্গলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তার মূলোৎপাটনের দায়িত্ব শুধুমাত্র মুজাহিদদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া কোনমতেই ন্যায়সংগত নয়, সমীচীন নয়, যুক্তিযুক্ত নয়, বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আপনাদের দায়িত্ব খুব সহজ। আপনারা

তাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধকে জোরদার করুন। তাই একনিষ্ঠভাবে তাদেরকে বর্জন করা শুরু করুন যাতে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারেন, নিজেদের সম্পদ ও সন্তানাদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের মরণকামড় থেকে বাঁচাতে পারেন। কোন সম্মেলনের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষুকের মত জীবন ভিক্ষা চাওয়াতে কোন সম্মান নেই আর সম্মানহীন জীবনে নেই কোন কল্যাণ। ধনী দেশগুলোকে অবশ্যই আমেরিকাকে ঋণ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। কারণ তাদেরকে ঋণ দেওয়া মানেই দূর্বলের বিরুদ্ধে তাদের স্বৈরতান্ত্রিক যুদ্ধকে সাহায্য করা, বিশেষ করে আফগানিস্তানে আপনাদের প্রতিবেশির বিরুদ্ধে সাহায্য করা। আর মুজাহিদরা আল্লাহর ইচ্ছায় আফগানিস্তান ও ইরাকে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যাতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মিথ্যা দূরীভূত হয়; যাতে মুসলিমদেরকে বিশেষ করে ফিলিস্তিনের মুসলিমদেরকে সাহায্য করা যায় এবং যাতে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার শক্তি ও ক্ষমতাবিহীন দূর্বল ও দূর্যোগ-কবলিত জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানো যায়।

আমাদের শেষ প্রার্থনা, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্ব চরাচরের মালিক।

আপনাদের সালাত এবং নেক দোয়ায় আমাদের ভুলবেন না।

AL AQSA MEDIA